

শেকড়

যে বিষবৃক্ষের শেকড় দেড় হাজার বছর ধরে গভীরভাবে প্রোথিত রসুলের নামে শত শত নিষ্ঠুরতার দলিলে, তাকে উপড়িয়ে ফেলতে পারে মাত্র একটা অস্ত্র, বিবেক। সবাই এটা নিয়ে জন্মায় কিন্তু ব্যবহার করে কমই।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দেশের মুসলমানকে যদি শারিয়ার আইন ও আইন-প্রয়োগের উদাহরণ দিয়ে তার ভেতরের নিষ্ঠুরতা ঠিকমত দেখানো যায় তবে তাঁরা নিশ্চয়ই বিবেকের তাড়নায় শারিয়াকে বর্জন করে ইসলামের অরাজনৈতিক পাঁচ স্তম্ভের দিকে ফিরে আসবেন। বিশ্ব-মুসলিমের জন্য জামাতির সর্বনাশা পথে না গিয়ে শান্তির পথে পা বাড়াতে হলে ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়ে এর কোনই বিকল্প নেই।

জনতা কখনো ষড়যন্ত্র করে না, করে ক্ষমতাসীন শক্তিদ্বারা। প্রথম থেকেই যদি রাজ-রাজড়ারা ইসলামের নামে সিংহাসনে জাঁকিয়ে না বসত, রাজবংশ প্রতিষ্ঠা না করে চার খলীফার অনুকরণ করত, - তা হলে প্রথম দিকে কিছু গড়বড় হলেও ধীরে ধীরে তাল সামলিয়ে নিত বিশ্ব-মুসলিম। তেরো-চোদ্দশ' বছর কম সময় নয়, ধীরে ধীরে নেতা নির্বাচনের একটা পদ্ধতির সম্ভাবনা ছিল নিশ্চয়ই। তা হলে তেরোশ' বছরের সম্রাট-জাঁহাপনা-রা যেভাবে প্যালেস-মোল্লাদের সাহায্যে হাদিসের নামে নিজেদের অপকর্মকে হালাল করেছেন সেটা ঘটতে পারত না। এই সুদীর্ঘ সময়ে শত শত জাল দলিল পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে গেছে।

ইতিহাসের প্রতিটি আগামীকাল দাঁড়িয়ে আছে প্রতিটি আজ-এর ওপর, আর প্রতিটি আজ দাঁড়িয়ে আছে প্রতিটি গতকালের ওপর। এই যে শারিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরছি ক্রমাগত, তার প্রতিটির শেকড় আছে অত্যন্ত গভীরে। বহু উদাহরণ আছে, একটা দেখাচ্ছি। খুন করলে হুদুদ আইনে খুনীর মৃত্যুদণ্ড হয়, অথবা নিহতের পরিবার টাকা দাবী করলে টাকা দিয়ে সে মাফ পেতে পারে। (গরীব অসহায় মানুষের ওপরে অত্যাচারী শক্তিশালী জয়নাল হাজারী-শামীম ওসমানদের পোয়াবারো)। শারিয়ার পাঁচটা হুদুদ মামলায় মানুষের বিচার-বুদ্ধি চলে না, কিন্তু ওই পাঁচটার বাইরে যে তা'জির অংশ সেখানে চলে। হুদুদ যেহেতু শুধুমাত্র মুসলমানদের ওপরেই প্রযোজ্য, তাই খুনের মামলায় কোন অমুসলমান জড়িত থাকলে সেটা হুদুদে না পড়ে তা'জিরে পড়ে যাবে। সেখানে ইচ্ছাপূরণের সুযোগ আছে। কাজেই -

“ইসলামী রাষ্ট্রে কোন অমুসলিম-কে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হইবে না” - দি পেনাল ল' অফ ইসলাম- পৃ-১৪৯।

আল্লার আইন হতে পারে এটা? বুকে হাত দিয়ে বলুন! ইসলামের ওপরে কলংক নয় এটা? শারিয়ার এ অন্যায়ের শেকড় কোথায়? কোথায় আর, আছে সহি বোখারীতে।

“আবু যুহায়রা বলেন - আমি আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করিলাম, কোরাণের বাহিরে আপনার কোন জ্ঞান আছে কি? আলী বলিলেন - না। তবে.....কোন অবিশ্বাসীকে খুন করবার জন্য কোন মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হইবে না” - হাদিস #২৮৩, সহি বোখারি, খন্ড ৪।

কোন সভ্য জাতির আইন হতে পারে এটা? বুকে হাত দিয়ে বলুন! মুসলমানের ওপর কলংক নয় এটা? এ অন্যায়ের শেকড় একেবারে রসুলে গিয়ে ঠেকানো হয়েছে, মদীনার শান্তিচুক্তিতে। নবীজী যখন মক্কা ছেড়ে মদীনা

হিজরত করেন তখন তিনি চুক্তিটা করেছিলেন মুসলমান আর মদীনার অন্যান্য ধর্মের গোত্রদের মধ্যে। শান্তিচুক্তি টাকে আজ বড় লম্বা গলায় “পৃথিবীর প্রথম লিখিত গঠনতন্ত্র” বলা হয়। এতে সর্বমোট সাতচল্লিশটা ধারার মধ্যে চোদ্দ নম্বর ধারায় আছে বিরাট এক চোরাবালুর গহ্বরঃ-

Clause 14:- "No Believer kills (yaktulu) another Believer in retaliation for an unbeliever (kafir) nor helps an unbeliever against a Believer" - clause 14. "The First Written Constitution in the World"- Md. Hamidullah 1981 referenced to Sirat of Ibn Hisham/Ishaq.

অর্থাৎ কথা একই। রাজশাহীর জল্লাদ বাংলা-ভাই এসে মহাত্মা গান্ধীকে খুন করলে তার প্রাণদণ্ডও হবে না। আর বাংলা ভাই-য়ের বিরুদ্ধে মাদাম তেরেসা-কেও সাহায্য করা যাবে না। এখানে এসেই এ গঠনতন্ত্র পরিণত হয়েছে নির্ভেজাল ভাঙ্গনতন্ত্রে, ন্যায়বিচারের ভাঙ্গনতন্ত্র।

এই বেহুদ আইন “রহমতুল্লিল আল্ আমিন”-এর ধর্মেরও খেলাফ, কর্মেরও খেলাফ, মান-সম্মানেরও খেলাফ। ওটা কোন মহাপুরুষকে শোভা পায় না। এমন একটা বিশ্রী কলংক তাঁর ওপরে কে আরোপ করল? কেন করল?

আরোপ করল তখনকার রাজনৈতিক ইসলাম। মতলবটা পরিষ্কার। প্রতিটি অমুসলিমকে শত্রু কজার মধ্যে রাখতে হবে, রাখতে হবে ওই নবীজীর নামেই। ওই ধারাটা যে নবীজীর অনেক পরে যোগ করা হয়েছে তার দু’টো প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এমন অন্যায় চুক্তি বানানো কোন রাহমাতুল্লিল আল্ আমিনের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, নবীজী মদীনা যাবার সময়ে মুসলমানের সংখ্যা ছিল দু’শো মাত্র- (দি প্রসেস অফ ইসলামিক রেভল্যুশন - মৌদুদি পৃঃ ৪২)। মদীনায় তখন মোটামুটি দশ হাজার লোকের বাস-(হামিদুল্লাহ ১৯৪১)। তার কিছু মুসলমান ধরলেও এ চুক্তি বানানোর সময় মদীনার অমুসলিমরা সংখ্যায় শতকরা আটানব্বই। ওটা ওদেরই পৈতৃক জায়গা, ওরা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠই নয় আগে থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী। কোন অন্যায় অপমানকর চুক্তিতে নিজেদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আটানব্বই জন কেন রাজী হবে দুর্বল দু’জনের সাথে? প্রশ্নই ওঠে না।

চুক্তির অন্যান্য ধারায় কি চমৎকার বলা হয়েছে যে ঈহুদী গোত্ররা আর মুসলিম সবাই “সমান সাহায্য ও সমান অধিকার পাবে”। আর প্রথম ধারাতে-ই বলে আছে, এ চুক্তি মুসলিম আর মদীনার অন্যান্য গোত্রগুলোর মধ্যে করা হল। ঠিক পরের ধারাতেই বলা আছে, **“নিশ্চয়ই তারা সবাই একই উম্মা-র অন্তর্গত”**। অর্থাৎ উম্মা হয় সব ধর্মাবলম্বীর সবাই মিলে, শুধু মুসলমানেরা নয়।

হায়! নবীজীর দেয়া সেই ঐতিহ্যবাহী ধর্মনিরপেক্ষ “উম্মা” শব্দটা এখন শুধুই মুসলমানের সম্পত্তি! ওটাতে অমুসলিমের সে অধিকার দিন-দুপুরে ডাকাতি করা হয়েছে যা নবীজী দিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, শব্দটাকে টেনে হিঁচড়ে একেবারে ধর্ম ভিত্তিক “বিপ্লবী পার্টি” করে ফেলা হয়েছে। আর **“এই বিপ্লবী পার্টির সদস্য শুধুমাত্র মুসলমান”** - মৌদুদী- জিহাদ ইন ইসলাম পৃঃ ১০। হজরত আবুবকর নাকি সব ধর্মের এই উম্মার ধর্মনিরপেক্ষ নেতা হন নি, তিনি নাকি **“assumed leadership of Muslim party ”** অর্থাৎ শুধু “মুসলিম পার্টির”-র নেতা হয়েছিলেন। -ঐ পৃঃ ২৪।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে এভাবেই নষ্ট করা হয়।

অমুসলিম-হত্যার এই আইনের ব্যাপারে মৌদুদীর একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন - **“যে সকল বিষয়ে স্রষ্টা এবং তাঁহার রসুলের সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে, সে সকল বিষয়ে কোন মুসলিম নেতা, আইনবিদ বা ইসলামী**

বিশেষজ্ঞ, এমনকি দুনিয়ার সব মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না” - “ইসলামিক ল’ অ্যান্ড কনস্টিটিউশন”- পৃঃ ১৪০। এতে ওই হাদিস আর ওই শান্তিচুক্তি-র “সুনির্দিষ্ট বিধান”-এর ভিত্তিতে ওই অন্যায় আইনেরই সমর্থন করলেন তিনি। কিন্তু সেই তিনিই আবার মুখমিষ্টি করে উল্টো কথাও বললেন- “সব খুনেরই বিচার সমান, খুনের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম কোন ভেদাভেদ নাই”- ইসলামিক ল’ অ্যান্ড কনস্টিটিউশন, পৃঃ ২৮৩ এবং হিউম্যান রাইট্‌স্ ইন ইসলাম, পৃঃ ১২। এভাবে যে কত জায়গায় তাঁর মারাত্মক স্ববিরোধীতার নিদারণ শিকার হচ্ছি আমরা তার ইয়ত্তা নেই।

আমার সমস্ত প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটুকুই, আর কিছু নয়। মুসলমানেরা শারিয়ার কেতাবগুলো আর জামাতের কেতাবগুলো একটু নিজেরা খুলে দেখুক। শারিয়া-প্রয়োগে মা-বোনের যে অপমান যে কষ্ট হয়, তা সবাই জানে কিন্তু সে অত্যাচারকে “অজ্ঞ মোল্লার অপপ্রয়োগ” বলে অলীক সাক্ষ্যের আশ্রয়ে মুখ লুকিয়ে রাখে। নিজেদের মা-বোনের বিরুদ্ধে এই নির্ধূর লুকোচুরির কোন মানে হয়? অথচ একটু চোখ খুলে দেখলেই তো এ আশ্রয়ের অভিশপ্ত অচলায়তন খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে, “আল্লার আইন” নামে যে অশুভ দানব জামাতের ওপরে বিজয়ী হয়েছে তার মুখোস খুলে যায়।

যে বিষবৃক্ষের শেকড় দেড় হাজার বছর ধরে গভীরভাবে প্রোথিত রসুলের নামে শত শত নির্ধূরতার দলিলে, তাকে উপড়িয়ে ফেলতে পারে মাত্র একটা অস্ত্র, বিবেক। সবাই এটা নিয়ে জন্মায় কিন্তু ব্যবহার করে কমই।

এতই কঠিন কি কাজটা?

(সুযোগ নেই বলে এ আইনটা এখন আর প্রয়োগ হয় না, শারিয়ার চরিত্র বোঝানোর জন্য এটা ব্যবহার করা হল)।

ফতেমোল্লা।

৬ জুলাই ৩৩ মুক্তিসন (২০০৪ সাল)।